মাসিক অভিযোগ নিষ্পত্তির তালিকা : মার্চ/২০২২

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
১	০১ মার্চ, ২০২২					তিস্তা ফ্লাড বাইপাস সড়কের বেহাল দশা, ভোগান্তিতে কয়েক লাখ মানুষ চলাচলের অনুপযোগী ফ্লাড বাইপাস সড়ক। চলাচলের অনুপযোগী ফ্লাড বাইপাস সড়ক। লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার তিস্তা ফ্লাড বাইপাস সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে এই সড়ক দিয়ে চলাচল করা ২ জেলার কয়েক লাখ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। গত বছরের অক্টোবরে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও বন্যার পানিতে ভেঙে যায় লালমনিরহাটের সঙ্গে নীলফামারী যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা তিস্তা ফ্লাড বাইপাস সড়কটির তিনশত মিটার এলাকা। এর পর দুই প্যাকেজে ইমারজেন্সি বরাদ্দে সড়কটির সংস্কার করা হয়। তবে দায়সারাভাবে মেরামত করায় ওই সড়ক দিয়ে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সরেজমিনে দেখা যায়, লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলা থেকে ডিমলা উপজেলা হয়ে নীলফামারী যাতায়াতের ফ্লাড বাইপাস সড়কে অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতে এ সব গর্তে পানি জমে যায়।খানাখন্দে ভরা এ সড়কে চলতে গিয়ে প্রতিদিনই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। নিলামে ইভ্যালির ৭ গাড়ি কিনলেন যারা নিলামে ইভ্যালির ৭ গাড়ি কিনলেন যারা অটোরিকশাচালক মফিজুর রহমান অভিযোগ করেন, সঠিক তদারকি না থাকায় সড়কটির বেহাল অবস্থা হয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন যাত্রী ও চালকরা। মোটরসাইকেলচালক রিফাত হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তি নিয়ে এই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, হেঁটে যেতেও কষ্ট হয়। তাই আমাদের স্থানীয় সকল জনগণের দাবি আমাদের আবেদনের স্থানটি পর্যালোচনা করে দ্রুততার সাথে রোডটির সংস্কার কাজ কমপিলিট করে দ্রুত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সহ শিক্ষাবিদদের শিক্ষা অর্জনে অগ্রগতি করার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। এতে জনগণসহ দেশের সরকারি অর্থনৈতিক উন্নতি হবে (আই ডি নং- ১১৩১৭, লালমনিরহাট সড়ক বিভাগ)।							মন্তব্য-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগে উল্লিখিত স্থানটি পাগলাপীর-ডালিয়া-তিস্তা ব্যারেজ সড়কের তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন একটি অংশ যা তিস্তা ফ্লাড বাইপাস নামে পরিচিত (দৈর্ঘ্য: ৬০০ মিটার)। উজান থেকে নেমে আসা ঢল ও বন্যার অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হবার জন্য নির্ধারিত বাঁধ। ব্যারেজের সকল গেট দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হবার পরও পানির চাপ বৃদ্ধি পেলে তিস্তা ফ্লাড বাইপাস দিয়ে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে ব্যারেজ এর ক্ষয়-ক্ষতি লাঘব করে। উল্লিখিত স্থান দিয়ে প্রতি বছরই তিস্তা নদীর অতিরিক্ত পানি বাধের উপর দিয়ে প্রবাহিত করার জন্য কখনই মজবুত করে তৈরী করা হয়না। বাঁধটি মজবুতভাবে তৈরী হলে পানি প্রবাহে বাঁধা পাবে যা ব্যারেজকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাঁধটি উন্নয়ন ও মেরামত কাজ পরিচালনা করা হয়, যা কারিগরী দিক দিয়ে তিস্তা ব্যারেজেরই একটি অংশ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সড়কাংশটি উন্নয়ন বা রক্ষণাবেক্ষণ করে না তবে সড়কের তিস্তা ব্যারেজ ও তিস্তা ফ্লাড বাইপাস বাদে অবশিষ্ট অংশে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। চলতি অর্থ বছরে লালমনিরহাট সড়ক বিভাগ হতে সড়কের ৫২তম (অংশ), ৫৩ তম (অংশ), ৫৪ তম (অংশ), ৫৫ তম (অংশ), ৫৬ তম ও ৫৭ তম (অংশ) কিলোমিটারে এসবিএসটি ও মাটির কাজের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত বাঁধের Upstream এ Multivent Culvert বা ব্রীজ স্থাপনের ম্যাধ্যমে যানবাহন চলাচলের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
২	০১ মার্চ, ২০২২					হালদার তৃতীয় ব্রিজ রাউজান কাগতিয়া আজিমারঘাট নৌকা পারাপার এরিয়া বা (কাগতিয়া কাসেম নগর ব্রিক (ইটের) ফিল্ড এর পূর্ব পাশে করে কাসেম নগর পিছ ঢালাই রোডের সাথে রোড সংযোগ করে দিলেই সুন্দর এবং সমস্যা মুক্ত ব্রিজ হবে। কিন্তু ঐ দিকে বাকি পথ সংযোগের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ ও দ্রুত নিতে হবে। দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করলে দেশ ও জাতির শিক্ষা সম্প্রাসারণ সহ দেশের আত্ম সামাজিক উন্নতি সহ অর্থনৈতিক উন্নতি হবে এ পদক্ষেপ নিতে সরকার যেন আর দেরি না করেন। আমরা ইতিমধ্যে বহু বছর ধরে চট্টগ্রামস্থ হালদা নদীর রাউজান- হাটহাজারী গড়দুয়ারা মাদারসা কাগতিয়া আজিমারঘাট নৌকা পারাপার এরিয়াতে হালদার তৃতীয় সেতু বন্ধন স্থানে ব্রিজ তৈরি করে দ্রুত কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি- ফটিকছড়ি- খাগড়াছড়ি র সাথে সেতু বন্ধন স্থাপনের জন্য অনেক আবেদন করার পর; শুনতেছি ব্রিজ বাজেট হয়েছে কাজ এখনো শুরু হয়নি। প্রয়োজনে দুই থানার দুই মন্ত্রীর নামে নামকরণ করা হোক ; তারপরও আগামী ছয় মাসের ভেতর পুরোপুরি রোড সংস্কার সহ ব্রিজ টি চাই। নরমেলি ব্রিজ করতে যতদিন লাগুক কিন্তু এটি ৬ মাস হতে ৮ মাসের ভেতর কমপিলিট ফতেয়াবাদ স্কুল সংলগ্ন হতে বদিউল আলম হাট হয়ে কাগতিয়া আজিমারঘাট পর্যন্ত এবং কাগতিয়া আজিমারঘাট হতে মোহাম্মদ আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশে হয়ে সীতার গোঁড়া পর্যন্ত সোজাসুজি হয়ে কাগতিয়া গোলজার পাড়া হয়ে পশ্চিম বিনাজুরি হোসেন হাওলাদার সম্মুখে হয়ে জামতলা হয়ে গহিরা রাউজান রাঙ্গামাটি ফটিকছড়ি সংযোগ পর্যন্ত মোটামুটি সংস্কার রোড সহ কমপিলিট সরকারের কাছে দ্রুততার সাথে আহ্বান জানাচ্ছি । কারণ সে ২০১৭ সাল হতে এ পর্যন্ত আবেদন করে যাচ্ছি ব্রিজ এখনো হয়নি। যে সব কাজ দেরি হলেও হবে তা আগে আরম্ভ হচ্ছে (যেমন কাগতিয়া আজিমারঘাট মগদাই মধ্যেবরতি স্থানে পার্ক করা)। এ কাজ টি অলরেডি শুরু হয়ে অর্ধেক কমপিলিট হয়েছে। আর অনেক আগে আবেদন হালদার তৃতীয় ব্রিজ এখনো কাজও শুরু হয়নি ? তাহলে দেশ এগুতে পারবে কিভাবে? জনগণ এগুতে পারবে কিভাবে?। তাই আবারো জোরালো আহ্বান; সব বাজেট সহ দ্রুত কন্ট্রাক্টরের টাকা পরিশোধ সহ ছয় টু আট মাসের ভেতর পুরোপুরি রোড সংস্কার সহ ব্রিজটি কমপিলিট চাই। সরকার যেভাবে সব কাজে এগুচ্ছে সবাই তাতে কিন্তু এ ব্রিজটি দ্রুততার সাথে এখনো না করাই; পুরো উত্তর চট্টগ্রামের জনগণ হতাশায় ভোগছে। এ ব্রিজ টির কাজ যত দ্রুত করবেন তত দেশ শিক্ষারথী জাতি ব্যাবসায়ি সবাই আনন্দিত এবং উন্নতি অর্জন						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগে উল্লেখিত " রাউজান-হাটাজারী গড়দুয়ারা মাদরাসা কাগতিয়া আজিমারঘাট নৌকা পারাপার এরিয়া" সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা.	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						করবে। তাই যে ব্রিজের কাজ করতে ১ বছর লাগবে; সে কাজ যেন কন্ট্রাক্টর, টি এন ও, ডিসি সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকেই এমন অর্ডার দেওয়া হয় যেন দ্রুততার সাথে আগামী ৬ হতে আট মাসের মধ্যে ব্রিজ দিয়ে গাড়ি চলাচল করতে পারেন। সরকার চাইলে পারেন; যেমন পদ্মা সেতু, কত দ্রুততার সাথে কমপিলিট হচ্ছে। যত আগে টাকা টা সরকার খরচ করে কমপিলিট করতেছে তত আগে ব্রিজটির খরচের টাকা জনগণের কাছ হতে উঠে আসবে। তাহলে দেরি করার কোন অর্থই হয় না।তাই তেমনি এ ব্রিজটির যে বাজেট সহ দ্রুত কন্ট্রাক্ট দ্বারা কাজ কমপিলিট করে জনগণকে উপহার দেবেন তেমনি এর খরচের টাকাটা ও সুচারুরূপে দ্রুত সরকার এবং জনগণ অর্জন করতে পারবে। তাই পুরো শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক সহ যাবতীয় বাজেট সহ কাজ খুব দ্রুত গতিতে চালিয়ে দ্রুত গতিতে কমপিলিট করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সমৃদ্ধি করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি । জনগণের দাবি সরকার পূরণ করলে দীর্ঘ দিনের ভোগান্তির পরিসমাপ্তি ঘটবেই ইনশাআল্লাহ্। এবং দেশের শিক্ষারথী সহমহিলা গর্ভবতী দের সুচিকিৎসা জন্য দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া সহজ হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। (আই ডি নং-১১৩১৯, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ)						
৩	০১ মার্চ, ২০২২					বঙ্গবন্ধু সেতু-ঢাকা মহাসড়কে সেতুর পূর্বপ্রান্তের গোলচত্বর থেকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার রসুলপুর পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটারজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে মহাসড়কে দুর্ঘটনা, ওজন স্টেশনে ত্রুটি ও পরিবহনের বাড়তি চাপ থাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে মহাসড়কের গোড়াই, মির্জাপুর, জামুর্কী ও করটিয়া এলাকায় পরিবহন চলাচলে ধীরগতি দেখা যায়। তবে শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার পর থেকে ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল করে এবং দুপুর ১২টার পর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। সেতু কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১ টার দিকে মহাসড়কে কালিহাতী উপজেলার ভূঞাপুর লিংকরোড সংলগ্ন এলাকায় একটি পরিবহনের পেছনে আরেকটি পরিবহনের ধাক্কা লাগে। এতে মহাসড়কের ঢাকাগামী ও উত্তরবঙ্গগামী লেনে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। পরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবহন সরিয়ে থানায় নেওয়া হয়। ভোরের দিকে পরিবহনের চাপ থাকায় যানজটের সৃষ্টি						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর (এন-৪) জাতীয় মহাসড়কটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক। উক্ত সড়কটির জয়দেবপুর হতে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা বাসটার্মিনাল পর্যন্ত SMVT সহ ছয় লেনের মহাসড়কটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রানাধীন এবং এলেঙ্গা হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত ২(দুই) লেনের সড়কটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (BBA) এর নিয়ন্ত্রণাধীন। মূলত গাজীপুরের চন্দ্রা থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত ৪(চার) লেনে যানবাহনগুলি কোন রকমের যানযট সমস্যা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে এলেঙ্গা পর্যন্ত আসতে পারে, কিন্তু এই ৪(চার) লেনের যানবাহনগুলি যখন ২(দুই) লেনের সড়কে প্রবেশ করে তখন স্বাভাবিক ভাবেই যানজটের সৃষ্টি হয়।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						হয়। এদিকে, বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব ওজন স্টেশনে ত্রুটিজনিত কারণে যানবাহন পারাপার না হওয়ায় শুক্রবার ভোরে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয় বলে পুলিশ দাবি করেছে। এলেঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দায়িত্বরত ট্রাফিক ইন্সপেক্টর হারুন অর রশিদ জানান, শুক্রবার সকালে ডিউটিতে আসার পরই যানজট দেখা গেছে। তবে কি কারণে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে, তা তিনি বলতে পারেননি। এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ইয়াসির আরাফাত জানান, বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় বাস চলাচল লেনে ট্রাক প্রবেশ ও যানবাহনের চাপ বেশি থাকায় যানজট হয়ে থাকতে পারে। প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু সেতু পার হয়ে প্রতিদিন ১৪-১৫ হাজার ছোটবড় যান চলাচল করে থাকে। সাপ্তাহিক ছুটিরদিন শুক্রবার ও শনিবারে গাড়ির চাপ বেড়ে যায়। চন্দ্রা থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত ফোর লেনের যানবাহন এলেঙ্গা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর গোলচত্বর পর্যন্ত দুই লেনের মহাসড়কে প্রবেশ করার কারণে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবার ওই জট আরও দীর্ঘায়িত হয়ে রসুলপুর পর্যন্ত পৌঁছে। ঈদসহ যেকোনো উৎসবের ছুটিতে মহাসড়কে যানজটের মাত্রা ব্যাপক বেড়ে যায়। তাই দ্রুত এ যানজট নিরসনে যত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি তা যেন দ্রুততার সাথে নিয়ে জনগণের দুর্ভোগ দূরিভূত করার আহ্বান জানাচ্ছি (আই ডি নং-১১৩৩৫, টাংগাইল সড়ক বিভাগ)						এছাড়া, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল সংগ্রহ করার ফলে পরিবহনের বাড়তি চাপে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে যানযট নিরসনে সাসেক-২ প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উক্ত এলেঙ্গা হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত সড়কাংশকে ৬লেনে উন্নীতকরণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুতরাং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যানজট নিরসন করে জনদূর্ভোগ দূর করা সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগাধীন উপরিল্লিখিত সড়কটি যান চলাচলে সম্পূর্ণ উপযোগী এবং যানজট সৃষ্টির কোন কারণ বর্তমানে বিদ্যমান নেই।
৪	০১ মার্চ, ২০২২					আজকের ময়মনসিংহ ঢাকা র সাথে সংযোগ ব্রহ্মপুত্র নদীর ২য় সেতুর কাজ আগামী বছরের জুন মাস হতে শুরু করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এমনই তথ্য দিয়েছেন সেতু মন্ত্রণালয়ের উরধতন কতৃপক্ষ এ রকম আজ সময় সংবাদে এর ভিডিও সংবাদ প্রচার করা হয়েছে । তাই আমাদের আবেদন এ ব্রহ্মপুত্র নদীর ২য় সেতু টির কাজ এ বছরের এপ্রিল হতে শুরু করে আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে যান চলাচল করা হয় সেভাবে বাজেট সহকারে দ্রুত গতিতে কমপিলিট করলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। একবছর আগে কমপিলিট করিলেই একবছর আগে সেতুতে যে খরচা হবে তা একবছর আগে উঠে আসবে এবং একবছর আগে ঐদিকের সংযুক্তি সব এরিয়া অর্থনৈতিক সহ ব্যাবসায়িক উন্নতি সহ শিক্ষার দিক দিয়ে ও একধাপ এগিয়ে যাবে। তাই আমাদের মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের						সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)-এ প্রাপ্ত মতামত এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						প্রতি আহ্বান যেন কাজটি শুরু করতে একবছর না পিছিয়ে, এ বছরের এপ্রিল ২০২২ হতে শুরু করে দ্রুত বেশি লোক লাগিয়ে পদ্মা সেতুর মতো দ্রুততার সাথে কমপিলিট করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি শক্তিশালী করার আহ্বান জানাচ্ছি (আই ডি নং- ১১৩৩৬, কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প)						প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৫। প্রকল্পটির আওতায় ৩২০ মিটার স্টীল আর্চ সেতুসহ ১১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু; ৩টি সড়ক ওভারপাস – দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৫৪.১০ মিটার, ২৯৬.৭০ মিটার এবং ১২০ মিটার; ২টি রেলওয়ে ওভারপাস প্রতিটির দৈর্ঘ্য-১২০ মিটার; ৬.২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ৪-লেনের সড়ক (এসএমভিটি লেনসহ), টোল প্লাজা, বিশ্রামাগার এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩৩.০২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ; ২টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ১টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রকল্প এর সকল দরপত্র কার্যক্রম সমাপ্ত করে জানুয়ারী/২০২৩ নাগাদ পুর্তকাজ শুরু করা সম্ভব হবে এবং ডিসেম্বর ২০২৫ নাগাদ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।
৫	০২ মার্চ, ২০২২					আমাদের চট্টগ্রামস্থ রাউজান-হাটহাজারির হালদার তৃতীয় ব্রিজ রাউজান কাগতিয়া আজিমারঘাট নৌকা পারাপার এরিয়াই বা এর কাছাকাছি কাসেম নগর ব্রিক ফিল্ড এর পূর্বে পাশে হয়ে কাগতিয়া কাসেম নগর রোডের সাথে সংযোগ এ দুই স্থানের কোন এক স্থানে যে স্থানটি সরকার উপযুক্ত এবং যোগাযোগে উপযুক্ত মনে করবেন সেখানে দ্রুত গতিতে কমপিলিট করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট ঐ দুই থানার মিনিস্টার পার্লামেন্ট দের সুদৃষ্টি কামনা করছি। এতে ঐ দুই থানার মিনিস্টার; পরবর্তী পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া এদের উন্নতি সহ সব কিছু নির্ভর করবে। আর যদি এ ব্রিজের কাজ শুরু করে কমপিলিট হতে আরো দেরি করেন তাহলে যে মিনিস্টার এর জন্য দায়ী হবেন তাকে ভবিষ্যতে সংসদ সদস্য হতে দেওয়া হবে না। তাই প্রয়োজনে নদীর দু পাশে দুই থানার মিনিস্টারদের নাম দেওয়া হোক নেম পেলেটে। তারপরও আমরা আগামী ১ বছরের মধ্যে হালদার তৃতীয় ব্রিজ রাউজান কাগতিয়া আজিমারঘাট এবং ব্রিক ফিল্ড মাঝামাঝি যেখানে রোডের সংযোগ সুন্দর হবে সেখানে নির্ধারণ করে দ্রুত গতিতে কমপিলিট করার জন্য আমাদের সেক্রেটারি মহোদয়ের						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগে উল্লেখিত "রাউজান-হাটহাজারির হালদার তৃতীয় ব্রিজ রাউজান কাগতিয়া আজিমারঘাট নৌকা পারাপার এরিয়া" সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						হস্তক্ষেপ সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত সুদৃষ্টি কামনা করছি। এ ব্রিজ হলে রাঙ্গামাটি রাউজান ফটিকছড়ি খাগড়াছড়ি কাপ্তাই সড়কের সাথে চট্টগ্রাম সিটির সাথে তৃতীয় ব্রিজ সংযোগ হবে। তাই দ্রুত কমপিলিট করার আহ্বান জানাচ্ছি (আই ডি নং-১১৩৪১, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ)।						
৬	১৪ মার্চ, ২০২২					১) রাজশাহী হতে ৬ কি মি দূরে পদ্মা দিয়ে যেতে হয় এ পশ্চিম পাড়া খিদিরপুর এরিয়াই। এ এরিয়ার জন্য সরকারী ভাবে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। কারণ প্রতি বছর বর্ষা কালে এখানের ভাঙ্গনে জনগণদের কোন শান্তি নেই। তাই তাদের স্থায়ীভাবে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলেই উদ্যোগ নিয়ে ভবিষ্যতে এ জনগনদের নিরাপদ সড়ক চলাচল শিক্ষা ব্যবস্থা সব দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট সরকারের সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। ২) আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির জন্মভূমি কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন হাওড় এরিয়া জনগণদের জন্য আমাদের সরকার দ্রুত নিরাপদ সড়ক চাই। এজন্য ৬ হতে ১১ কিলোমিটার পথ হাওড় এরিয়ার জনগণদের দীর্ঘ ৯ মাস বর্ষা কালে পানির জন্য কষ্ট করতে হয় , এজন্য এ হাওড় এরিয়া সংশ্লিষ্ট পুরো এরিয়া যদি কর্ণফুলী ট্যানেলের মতো একটি ট্যানেল সংযোগ করে দিয়ে রোড করা হতো তাহলে পুরো ঐ এরিয়া জুড়ে শিক্ষা দীক্ষা সহ যাবতীয় ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন হতো যার ফলে আমাদের দেশের কিশোরগঞ্জ বাসির অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ সহ আর্থিক উন্নতি হতো। তাই ঐ হাওড় সংশ্লিষ্ট এরিয়াই ট্যানেল রোডের সংযোগ করার আহ্বান জানাচ্ছি। ৩) ঢাকা টু চট্টগ্রাম সিটি টু কক্সবাজার যে সমুদ্র তলদেশে হয়ে যে টানেল রোড তৈরি করা হয়েছে। এর চেয়ে কম খরচে কম সময়ে এ হাওড় এরিয়া তে একটি রোড তৈরি করার জন্য সরকার যেন দ্রুত উদ্যোগ নেন সেজন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি । এর সাথে চট্টগ্রামস্থ সন্দীপ থানাকে ঢাকা টু চট্টগ্রাম সিটি টু কক্সবাজার যে ট্যানেল রোড তৈরির সংযোগের কাজ চলতেছে এর সাথে চট্টগ্রামস্থ সন্দীপের কোন্ স্থান দিয়ে ট্যানেলের সাথে দ্রুত সংযোগ করা যাই সে স্থান দিয়ে ট্যানেলের জন্য কিছু বাজেট আরো অতিরিক্ত যুক্ত করে সন্দীপের ট্যানেলের						অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১) রাজশাহী জেলার পশ্চিমপাড়া খিদিরপুর এলাকার অধিবাসীদের জন্য স্থায়ীভাবে থাকার জায়গা প্রদানের বিষয়টি রাজশাহী জেলা প্রশাসনের আওতাধীন। ২) কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন হাওড় এর সাথে কিশোরগঞ্জের সংযোগ সড়ক ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে। হাওড় এলাকায় টানেল নির্মাণের বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, হাওড় এলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য তথাপি, পানির গভীরতা টানেল নির্মাণের উপযুক্ত নয়। ৩) কর্নফুলী টানেল-টি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণ করা হচ্ছে। কর্নফুলী টানেলের সাথে সন্দীপ এবং কুতুবদিয়ার সংযোগের বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						সংযোগ করে ২০ মিনিটে চট্টগ্রাম সিটির সাথে সড়ক সংযোগ করে শিক্ষার প্রসার সহ যাবতীয় ব্যবসায়িক উন্নতি সহ ডেলিভারি মহিলাদের সুচিকিৎসা জন্য দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া সুযোগ সহ, বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনিক সরাসরি এসে পড়ালেখা করার সুযোগ সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কাজ সম্পাদনে জনগণদের সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া করার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্ষা মৌসুমে ফেরিঘাট লঞ্চ ঘাটা হয়ে কত কষ্ট করে এ সন্দ্বীপের জনগণ অনেক কষ্ট করে চলাফেরা করে থাকেন। তাই এসব কষ্ট লাঘব সহ যাবতীয় ব্যবসায়িক উন্নতি করার প্রয়াসে এ কর্ণফুলী ট্যানেলের সাথে অতিরিক্ত কিছু বাজেট যুক্ত দ্রুততার সাথে সন্দ্বীপের টানেলের কাজ ও কমপিলিট করার জন্য সেতু মন্ত্রণালয় সড়ক জনপদ বিভাগ সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুন্দর সুদৃষ্টি কামনা করছি। যদি এ কর্ণফুলী ট্যানেলের সাথে কুতুবদিয়া কে ও সংযোগ করার সম্ভব হয় সরকার যেন কুতুবদিয়া দরবার শরীফ যেন প্রত্যেকে নিরাপদে যেতে পারেন এবং ঐ কুতুবদিয়া থানার লোক জন বর্ষা কালে নিরাপদে চলাচল করতে পারেন সেজন্য এ ট্যানেলের বাজেটে আরো কিছু আর্থিক বাজেট বৃদ্ধি করে কুতুবদিয়ার ট্যানেল রোডের সংযোগ করে ঢাকা চট্টগ্রাম সিটির সাথে সড়ক সংযোগ করে শিক্ষা দীক্ষা প্রসার সহ ব্যাবসায়িক উন্নতি করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত সুদৃষ্টি কামনা করছি। (আই ডি নং- ১১৩৩৮, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ)।						
৭	১৪ মার্চ, ২০২২					আসসালামু আলাইকুম। চট্টগ্রামের চট্টগ্রামস্থ রাউজান থানার গহিরা চৌমুহনী হতে জামতলা মোবারক খান খীল সংলগ্ন হালদা নদীর সুইচ গেইট পর্যন্ত বর্ষার পানি চলাচল সহ বৃষ্টির জন্য পিচ ঢালাই রোডে গর্ত হয়ে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। আমাদের মিনিস্টার এ ব্যাপারে তেমন মনোযোগী নয়, তা না হলে এতদিন পর্যন্ত এ রোডটি দিয়ে কত কষ্ট করে গর্ভবতী মহিলা সহ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াত করতে হচ্ছে; তা কি এলাকার কমিশনার, চেয়ারম্যান সহ এমপি সাহেবের নজরে আসে না। এ রিপিয়ার পিচ ঢালাই করতে বেশি হলে ৭ দিন হতে ১৫ দিনের মতো লাগবে এর চেয়ে বেশি ১ মাস। কেন এতদিন ঐ রোড টি পুনরায় রিপিয়ার এখনো করা হয়নি। তাই আমাদের আবেদন দ্রুত গতিতে এ রোডটি রিপিয়ার পিচ ঢালাই করে জনগণের চলাচলে দূরভোগ দূরিভূত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সহ শিক্ষাবিদদের কষ্ট লাঘব করতে যেন সরকার সচেষ্ট হোন।						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগে উল্লেখিত **"রাউজান থানার গহিরা চৌমুহনী হতে জামতলা মোবারক খান খীল সংলগ্ন হালদা নদীর সুইচ গেইট পর্যন্ত সড়ক"** , **"কাপতিয়া বাজার দক্ষিণ কুল মৌলানা আলহাজ্ব রুহল আমিন সড়ক কাপতিয়া বাজার হতে মজিদা পাড়া হয়ে মাইজ পাড়া হয়ে কাসেম নগর পর্যন্ত সড়ক"** এবং **"কাপতিয়া বাজার দক্ষিণ কুল বিনাজুরি পোস্ট অফিস সংলগ্ন নবীন মহাজন সড়ক হয়ে মন্টু মিস্ত্রির ঘাটা হয়ে পশ্চিম বিনাজুরি মুসলিম পাড়া হোসেন হাওলাদার বাড়ি সংলগ্ন পর্যন্ত সড়ক"** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						দ্বিতীয়ত কাগতিয়া বাজার দক্ষিণ কুল মৌলানা আলহাজ্ব রুহুল আমিন সড়ক কাগতিয়া বাজার হতে মজিদা পাড়া হয়ে মাইজ পাড়া হয়ে কাসেম নগর পর্যন্ত রোড টি পিচ ঢালাই করা ছিল। কিন্তু গত ২ বছর বর্ষা মৌসুমের পানি বন্যার পানি বৃষ্টির পানি চলাচলে রাস্তাটি গর্ত হয়ে বিহাল অবস্থা। অনেক বার আমাদের সড়ক ও জনপদ বিভাগের মন্ত্রণালয়ে আবেদন করার পরও রোড টি পুনরায় রিপিয়ার পিচ ঢালাই করা হয়নি। তাই এ মাসে, মেইল পাওয়ার পর গহিরা-জামতলা সড়ক মেরামতের সাথে এ কাগতিয়ার সড়কটি একই সাথে রিপিয়ার পিচ ঢালাই সংস্কার করে দেশের সাধারণ জনগণের দুর্ভোগ দূরিভূত করার আহ্বান জানাচ্ছি। রাস্তা টির এমন অবস্থা হয়েছে যে কোন গাড়ি তে ভালো মানুষ চলাচল করলে তা কে এক সপ্তাহ অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়। তাই এ রোডটির ব্যাপারে দ্রুত সহযোগিতা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। এছাড়া এ কাগতিয়াতে আমাদের বর্তমান সংসদ সদস্য প্রতিবার বিজয়ী হয়েছে। এ এলাকায় যারা বসবাস করেন তাদের অধিকাংশই আমাদের আওয়ামী লীগ সমর্থিত। এখন ওরা চলাচলে ও কষ্ট সাধ্য হয়েছে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের পরপর ৩ বার বিজয়ী। এরপরও কেন এতদিন এ রোডটির রিপিয়ার পিচ ঢালাই কাজ থেমে আছে বুঝতেছি না। তাই আমাদের আবেদন পর্যালোচনা করে , আমাদের দেওয়া তথ্য সঠিক কিনা তা যাচাই করে দ্রুত রোড ২ টি রিপিয়ার পিচ ঢালাই সংস্কার করে জনগণের দৈনন্দিন যাতায়াত সহজ সুন্দর সুষ্ঠু করার আহ্বান জানাচ্ছি। এর সাথে কাগতিয়া বাজার দক্ষিণ কুল বিনাজুরি পোস্ট অফিস সংলগ্ন নবীন মহাজন সড়ক হয়ে মন্টু মিস্ত্রির ঘাটা হয়ে পশ্চিম বিনাজুরি মুসলিম পাড়া হোসেন হাওলাদার বাড়ি সংলগ্ন পর্যন্ত রোড টি কংক্রিটের ঢালাই সহকারে করে জনগণের দৈনন্দিন যাতায়াত সহজ সুন্দর করার আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ বিনাজুরি স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ কাগতিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াত বর্ষা কালে খুব কষ্টকর, এছাড়া গর্ভবতী মহিলা সহ কঠিন রোগী দের এ পথে নেওয়া খুব কষ্টকর। তাই প্রাথমিক ভাবে এ রোডটি কংক্রিটের ঢালাই করে জনগণের চলাচলের উপযোগী করে দ্রুততার সাথে করে পবিত্র রমজান মাসের আগে এ রোড তিনটি কমপিলিট করার আহ্বান জানাচ্ছি । (মেম্বার চেয়ারম্যান কমিশনার সবাই আছে , সবাই আছে পকেট পূজা						নয়। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এল জি ই ডি) সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						করার জন্য জনগণের সেবার জন্য নয়) জনগণের সেবার কথা চিন্তা করলে এ রোড গুলো ২ বছর ধরে এ রকম অবস্থাই আছে কেন? এখনো রিপিয়ার পিচ ঢালাই, কংক্রিটের ঢালাই হয়নি কেন? আমরা আবেদন করিতেছি ২ বছর ধরে কিন্তু এখনো পর্যন্ত রিপিয়ার কাজ গুলো হয়নি কেন? সরকার এবং সরকারি সড়ক ও জনপদ বিভাগের থানাস্থ কর্মকর্তা দের কাজ রোড গুলো ঘুরে ঘুরে দেখা এবং যেখানে পিচ ঢালাই ওঠে গেছে গর্ত হয়েছে দ্রুত রিপিয়ার করা। এখন পুরো ২ বছর ধরে আমরা আবেদন করার পরও এখনো পর্যন্ত ঐ রোড গুলো র কাজ হয়নি? তাহলে টিএনও, সড়ক বিভাগের সরকারি চাকরি জীবীরা বসে বসে কি করতেছে। খালি পকেটে টাকা ঢুকানো। এবং ঘুষ কিভাবে খাবে কার কাছ হতে খাবে সেই চিন্তাই আছে। তা না হলে এ রোড গুলো সংস্কার রিপিয়ার কাজ এতদিন পর্যন্ত হয়নি কেন? তারা এ বিষয়ে তদন্ত করে সরকারি রিপিয়ার করার উদ্যোগ নিয়ে কাজ কমপিলিট করা কথা। তা তো করেননি । বরং আমরা এতোবার আবেদন করেও কাজ গুলো এখনো কমপিলিট দেখিনি। তাহলে দেশ কোথায় চিন্তা করে দেখেন,? তাদের সরকার বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিচ্ছে, এ চাকরি প্রভাব আর পাওয়ার দেখিয়ে শুধু সাধারণ জনগণের কাছ হতে ঘুষ খেয়ে খেয়ে মহাজন হচছে। তাই আমাদের আবেদন দ্রুত গতিতে পবিত্র রমজানের আগে রোড গুলো সংস্কার রিপিয়ার পিচ ঢালাই দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করে জনগণের চলাচলের উপযোগী করার আহ্বান জানাচ্ছি। যেন পরবর্তী এ রোড গুলোর কথা পুনরায় লেখতে না হয়। লেখার আগে রিপিয়ার পিচ ঢালাই কমপিলিট দেখতে চাই। (আই ডি নং- ১১৩৪৬, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ)।						
৮	১৪ মার্চ, ২০২২					An open request to H.E. Mr. Obaidul Qader, Minister for Roads & Highways, GoB To think and examine the possibility of erecting UNDERPASS ACROSS FLYOVER at different Roundabouts in Dhaka and Chattogram Megacities. Hope to be favored with the request, I remain. Zazak Allah Khaiyer						অনুরোধটির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা শহরের "বনানী রেলওয়ে ওভারপাস", "জিন্নুর রহমান ফ্লাইওভার" এবং "কুড়িল ফ্লাইওভার", এই তিনটি ফ্লাইওভার সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন। এরমধ্যে "জিন্নুর রহমান ফ্লাইওভার"-এর নিকটে একটি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। অন্য ফ্লাইওভারগুলোর নিচে আন্ডারপাস নির্মানের বিষয়ে যথাযথ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
												চট্টগ্রাম শহরে নির্মিত ফ্লাইওভারগুলো সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। এ বিষয়ে সিডিএ এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
	মোট=	-	-	৮	৮	-	৮	-				

(মুনমুন বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
তদন্ত বিভাগ
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ আমানউল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
প্রশাসন ও সংস্থাপন
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ রেজাউল করিম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(এ, কে, এম, মনির হোসেন পাঠান)
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

সংস্থার নামঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
মাসের নামঃ মার্চ, ২০২২

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত X ১০০/ (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৩	০	০	৪	১৭	৫	৬	৪	২	৬৪.৭১%

- নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ = মোট অভিযোগ (কলাম ৫) – [নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি এমন চলমান অভিযোগ (কলাম ৮) + অন্য দপ্তরে প্রেরিত (কলাম ৬)]

(মুনমুন বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
তদন্ত বিভাগ
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ আমানউল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
প্রশাসন ও সংস্থাপন
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ রেজাউল করিম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(এ, কে, এম, মনির হোসেন পাঠান)
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ভবন, তেজগাঁও
ঢাকা-১২০৮।
☎ ০২-৮৮৭৯২৯৯
Website: rhd.portal.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.১৬.০০১.২২-১৩৪

তারিখঃ ২৯ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৪/০৪/ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মার্চ/২০২২ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সম্মান সহকারে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মার্চ/২০২২ মাসের প্রতিবেদন সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ মার্চ/২০২২ মাসের প্রতিবেদন ১ (এক) প্রস্থে।

০৪/০৪/২০২২

(এ,কে,এম, মনির হোসেন পাঠান)
পরিচিতি নং-০০০২৮৮
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১। যুগ্ম সচিব (আইন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জিআরএস, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।